গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
উন্নয়ন শাখা
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
www.bridgesdivision.gov.bd

স্মারক নং ৫০.০০.০০০০.০০০.০০০.১৪.০০০৩-৯২

তারিখ: ০৬ পৌষ ১৪৩২ / ২১ ডিসেম্বর ২০২৫

'ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প' পরিদর্শন প্রতিবেদন

ক্রম	বিষয়	বিবরণ
১.	**পরিদর্শনের তারিখ**	১৫ ডিসেম্বর ২০২৫; সোমবার
২.	**পরিদর্শনের স্থান**	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের এ্যালাইনমেন্ট (কাওলা- কসাইবাড়ি- উত্তরা ৮ নং সেক্টর- আব্দুল্লাহপুর- কামারপাড়া- ধউর- আশুলিয়া- জিরাবো-বাইপাইল- ইপিজেড- শ্রীপুর বাসস্ট্যান্ড)
৩.	**পরিদর্শনের উদ্দেশ্য**	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের চলমান কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন
৪.	**পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ**	প্রকল্প মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ: জনাব মাহমুদ ইবনে কাসেম, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ মিজ রেনু দাস, সিনিয়র সহকারী সচিব, সেতু বিভাগ জনাব মোঃ ইউসুফ হারুন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সেতু), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৫.	**পরিদর্শনকালে উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ**	পরিদর্শনকালে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (কারিগরি) জনাব হাসান আহমেদ সারওয়ার, চীনা ঠিকাদার China National Machinery Import & Export Corporation (CMC)-এর Deputy Project Director Mr. Xie Guan Huang-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের Team Leader Mr. Ovidio Augusto Ferreira Cordeiro এবং অন্যান্য পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।
৬.	**ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান**	China National Machinery Import & Export Corporation (CMC)
৭.	**পরামর্শক প্রতিষ্ঠান**	Tecnica Y Proyectos S. A (TYPSA), Spain in Joint Venture with DOHWA Engineering Co Ltd. (DOHWA), S Korea and Development Design Consultants Ltd. (DDC) Bangladesh

৮.	**পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও পর্যবেক্ষণ**	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ ১। প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম জানান যে, বিমানবন্দর রেল স্টেশনের নিকটে কসাইবাড়িতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যেখানে রেললাইন অতিক্রম করছে সেখানে ০২ (দুই) লাইন রেল ট্র্যাক থাকায় ফিজিবিলিটি স্টাডিতে ৪০ মিটার দীর্ঘ স্প্যান উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক উক্ত স্থানে ০৬ (ছয়) লাইন বিশিষ্ট রেল ট্র্যাক নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক রেল ট্র্যাকসমূহের মাঝে কোন পিয়ার স্ট্রাকচার করার অনুমতি প্রদান করা হয়নি। ফলে উক্ত স্থানে ৪০ মিটার দীর্ঘ স্প্যানের পরিবর্তে ১২৫ মিটার দীর্ঘ স্প্যান নির্মাণের প্রয়োজন হচ্ছে। ভেরিয়েশন প্রস্তাব ডিপিপি'র ২য় সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন; ২। ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের এলাইনমেন্টের মধ্যে ০+০০০ হতে ০+৮০০ চেইনেজ অংশে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান First Dhaka Elevated Expressway Co. Ltd. (FDEE) এর বিভিন্ন সরঞ্জাম ও গার্ডার রয়েছে যা ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের নির্মাণকাজের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে; ৩। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনালে এন্ট্রি এবং এক্সিট র‍্যাম্প নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বিমানবন্দর থেকে দেশের উত্তর-পূর্বমুখী যানবাহনসমূহ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে নির্বিঘ্নে বিমানবন্দরে উঠতে ও নামতে পারবে। এই সংযোগের কাজটি ভেরিয়েশন আকারে ডিপিপি'র ২য় সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে; ৪। ২০১৭ সালে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডির সময় আশুলিয়াতে নদীর ৩টি শাখা ৩য় শ্রেণীভুক্ত ছিল। সে অনুযায়ী নদীর উপরে তিনটি ব্রীজকে ৩য় শ্রেণী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে BIWTA- উক্ত নদীসমূহকে ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করে। এর ফলে সেতুর উচ্চতা এবং স্প্যানের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে যা ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্যিক চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই ভেরিয়েশনটি ডিপিপি'র ২য় সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন; ৫। স্ট্যাক ইয়ার্ড-৩ এ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতির বিষয়ে চীনা ঠিকাদার একটি PowerPoint Presentation ও ড্রোন ক্যামেরা হতে ধারণকৃত ভিডিও উপস্থাপন করে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৬৫.৫০%, ভৌত অগ্রগতি ৫৭.৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৯৩% । ৬। নবীনগর-চন্দ্রা সড়কের সাথে আশুলিয়া-বাইপাইলগামী সড়কটি বাইপাইলে সংযুক্ত হয়েছে। প্রকল্পের এলাইনমেন্ট বাইপাইলের ৫০০ মিটার আগে হতে ডানপার্শ্ব দিয়ে ঢাকা-চন্দ্রা সড়ক অনুসরণ করে সাভার ইপিজেডে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাইপাইল জাংশনে ত্রিমুখী যানচলাচল নির্বিঘ্ন ও সিগন্যাল মুক্ত করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে একটি কমপ্লিট সলিউশনের সুপারিশ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে সেতু বিভাগ এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের মধ্যে ১৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাইপাইলে প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের মূল এলাইনমেন্টের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন রেখে একটি গ্রেড সেপারেটর

		ইন্টারচেঞ্জ (ট্রাম্পেট) নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যাতে বাইপাইল জাংশন যানজট মুক্ত রাখা সম্ভব হয়। এই ভেরিয়েশনটি ডিপিপি'র ২য় সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন; ৭। প্রকল্পের আশুলিয়া-বাইপাইল অংশে পরিদর্শনকালে দেখা যায়, চেইনেজ ১২+০০ কি.মি. (আশুলিয়া বাজার) হতে ২৩+৯৭৩ কি.মি. (শ্রীপুর বাসস্ট্যান্ড) পর্যন্ত অংশে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৩ কেভিএ ট্রান্সমিশন লাইন এবং ১১ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন লাইন রয়েছে। চেইনেজ ১৩+৫০০ কি.মি. হতে ২২+৫০০ কি.মি. অংশে ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন কাজের পরিধি থেকে নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তর করার সুযোগ না থাকায় অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কিন্তু ১২+০০ কি.মি. হতে ২৩+৯৭৩ কি.মি. পর্যন্ত অংশে সড়কের উভয় পার্শ্বে বহু সংখ্যক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকায় উক্ত অংশে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুত লাইনসমূহ স্থানান্তর করার জন্য অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৩ কেভিএ ট্রান্সমিশন লাইন এবং ১১ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ভূগর্ভস্থ করা হলে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। ফলশ্রুতিতে সন্নিহিত অংশে বসবাসরত জনসাধারণ যেমন বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা হতে নিরাপদ হবেন, তেমনি ঝুঁকিমুক্তভাবে উক্ত অংশে নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হবে। উক্ত ভূগর্ভস্থকরণ কাজের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিকট হতে প্রায় ৪৯০ কোটি টাকার প্রাক্কলন পাওয়া গেছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৬ থেকে বৈদ্যুতিক লাইন ভুগর্ভস্থকরণের কাজ শুরু হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান; ৮। পরিদর্শকালে দেখা যায় যে, এ্যাট-গ্রেড সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান আছে। জনগণের চলাচলের ভোগান্তি লাঘবে আগামী বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ করা প্রয়োজন। ৯। কন্সট্রাকশন সাইটের অনেক স্থানে rejected materials যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায় যা সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।
৯.	**সুপারিশ**	১। ঠিকাদারের work schedule অনুযায়ী নির্মাণ কাজের নির্ধারিত গতি বজায় রাখতে হবে; ২। কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিযুক্ত করতে হবে; ৩। যথাযথ নিরাপত্তাবিধি অনুসরণ করে নির্মাণকাজ করতে হবে। নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে পিপিই পরিধান করতে হবে; ৪। রাস্তায় যাতে যানজট না হয় সেজন্য পর্যাপ্ত ট্রাফিক সহায়তাকারী জনবল নিযুক্ত করতে হবে; ৫। সড়কের potholes নিয়মিতভাবে মেরামত-সংস্কারের মাধ্যমে যান চলাচলের উপযোগী রাখতে হবে; ৬। জনগণের চলাচলের ভোগান্তি লাঘবে আগামী বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই এ্যাট-গ্রেড সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে; ৭। প্রকল্পের কন্সট্রাকশন সাইটে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা rejected materials সরিয়ে রাস্তার যান চলাচলের উপযোগী স্থান বৃদ্ধি করতে হবে; ৮। প্রকল্পের নির্মাণ কাজে ব্যবহার্য সিসমিক বেয়ারিং প্যাডসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ ও উপকরণ নির্ধারিত quality control mechanism/manual অনুসরণ করে random test করতে হবে;

		৯। মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে তুরাগ নদীর উপর নির্মীয়মান মিরপুর-ধউর হতে আশুলিয়ামুখী ২-লেন অক্সিলিয়ারি সেতু (এফএ)-টির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে; ১০। সকল ভেরিয়েশন প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে; ১১। জিপিএমএস এবং ই-পিএমআইএসে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২২-১২-২০২৫

(মাহমুদ ইবনে কাসেম)
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ
ও আহ্বায়ক
প্রকল্প মনিটরিং টিম

সচিব
সেতু বিভাগ
বনানী, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প
২। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৩। সচিবের একান্ত সচিব, সেতু বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪। মিজ রেনু দাস, সিনিয়র সহকারী সচিব, সেতু বিভাগ
৫। জনাব মোঃ ইউসুফ হারুন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সেতু), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ